যুগান্তর

চবিতে ছাত্রলীগের দুগ্রুপে সংঘর্ষ, আহত ১০

প্রকাশ : ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, ২১:৩২ | অনলাইন সংস্করণ

চবি প্রতিনিধি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুগ্রুপের সংঘর্ষ

পূর্ব শত্রুতার জের ধরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে ১০ জন আহত হয়েছে।

ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে ৪ জনকে আটক করেছে পুলিশ। সংঘর্ষের ঘটনায় বিপুল দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার গভীর রাত থেকে শুরু হয়ে বৃহস্পতিবার দিনভর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবু সাইদ ও সাবেক সহসভাপতি রেজাউল

হক রুবেলের কর্মীদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

গ্রুপগুলো শিক্ষা উপমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মুহিবুল হাসান নওফেলের অনুসারী।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সন্ধ্যায় সোহরাওয়ার্দী হলের পাশের একটি দোকানে রুবেল গ্রুপ ও সাইদ গ্রুপের কর্মীদের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে রুবেল গ্রুপের নেতা সোয়েবুর রহমান কনক সাইদ গ্রুপের কর্মী কাঁকনকে মারধর করেন।

সিনিয়রদের হস্তক্ষেপে সেটি মীমাংসা হলেও রাত সাড়ে ১০টার দিকে কনক ও আখলাছ সোহরাওয়ার্দী হলের মোড়ে আসলে সাইদ গ্রুপের কর্মীরা তাদের মারধর করে আখলাছের মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেয়।

এদিকে হামলার খবর ছড়িয়ে পড়লে শহীদ আবদুর রব হল ও শাহ আমানত হল থেকে রুবেল গ্রুপ ও সোহরাওয়ার্দী হল থেকে সাইদ গ্রুপের কর্মীরা সোহরাওয়ার্দী হল থেকে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নিয়ে বের হয়। উভয় গ্রুপের মধ্যে কয়েক দফা ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও সংঘর্ষেও ঘটনা ঘটে। এ সময় তিনজন আহত হয়।

পরে বৃহস্পতিবার দুপুরে উভয় গ্রুপের মধ্যে আবারও ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। রুবেল গ্রুপের নেতাকর্মীরা সোহরাওয়ার্দীতে অবস্থানরত বিজয় গ্রুপের নেতাকর্মীদের ধাওয়া দেয়ার চেষ্টা করলে উভয় গ্রুপের সংঘর্ষ হয়।

সংঘর্ষের সময় সোহরাওয়ার্দী হলের প্রায় ২০টি কক্ষ ভাঙচুর করা হয়েছে। পরে পুলিশ লাঠিচার্জ করে উভয়পক্ষকে সরিয়ে দেয়। ৫টি রাম দা উদ্ধার করে পুলিশ। এ সময় পাথরের আঘাতে আরও ছয়জন আহত হয়।

আহতরা হলেন ইংরেজি বিভাগের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের ফয়সাল, সমাজতত্ত্ব বিভাগের ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের মেহেদী হাসান, বাংলা বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের ইমরান হাসান, একই শিক্ষাবর্ষের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের মো. আব্দুস সাত্তার, ইতিহাস বিভাগের ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের ওসমান ও ইংরেজি বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের রহমত উল্লাহ।

এদিকে সংঘর্ষেও ঘটনায় প্রতিপক্ষকে দায়ী করেছে উভয় গ্রুপ। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি রেজাউল হক রুবেল বলেন, কোনো উসকানি ছাড়াই প্রতিপক্ষের কর্মীরা গত কয়েক দিন ধরে আমাদের কর্মীদের ওপর চড়াও হয়। ফলে তারা তারা সম্মিলিতভাবে তাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আবু সাইদ বলেন, রুবেলের কর্মীরা আমাদের ওপর অতর্কিতভাবে হামলা করে। আমরা এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করছি। না হলে চবি ছাত্রলীগ কঠোর কর্মসূচি দেবে।

হাটহাজারী থানার ওসি বেলাল মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বলেন, ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এ সময় কয়েকজন আহত হয়েছেন। সংঘর্ষে জড়িত থাকার অভিযোগে ৪ জনকে আটক করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : সাইফুল আলম, **প্রকাশক :** সালমা ইসলাম

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।